নাস্তিকতা বা ইসলাম ব্যাশিং কি পৃথিবীর সমস্যার সমাধান?

জনাব মেজবাহউদ্দীন জওহেরের প্রবন্ধের পর আস্তিক ও নাস্তিকের উপর লেখার আর প্রয়োজনীয়তা আছে বলে মনে হয় না। তবে শ্রী অভিজিতের কয়েকটি প্রশ্নের উত্তর দেয়ার প্রেক্ষাপটে আলোচ্য লেখা। জামাত যেমন মুক্তিযুদ্ধ ও গন্ডগোলের মধ্যে পার্থক্য বুঝতে চায় না, তেমনি রায় বাবু যুক্তিনিষ্ঠ সমালোচনা ও ইসলাম ব্যাশিং এর মধ্যে পার্থক্য করতে নারাজ। অনুরূপ ভাবে তিনি ইহুদী ও খৃষ্টান ধর্মে বিশ্বাসী কয়েকটি গোষ্ঠির শোষন থেকে নিষ্পেষিত পৌত্তলিক বিশ্বাসী ষষ্ঠ শতাব্দির বিবদমান আরব গোষ্ঠিগুলিকে ইসলাম ধর্মে একত্রিত করতঃ মোহাম্মদের নেতৃত্বে মুক্ত করাকে হিংস্র আচরণ ও ইহুদী এবং খ্রৃষ্টান ধর্মীয় বিদ্বেষ মনে করেণ। আমাদের মত সাধারণ লোকদের কাছে সবার উপর মানুষ হলো সত্য। আর এই মানুষের মধ্যে বিচরণ করছে বর্তমান কালে বুশ, ব্লেয়ার, চেনি ও রামসফেল্ড এর মত লোকেরা, যারা সমাজকে কলুষিত ও মানুষের শান্তি নষ্ট করছে। এদেরেই প্রতিভূ অতীত কালে ছিল নমরূদ, ফেরাউন ও রোম সম্রাটেরা এবং মোহম্মদের সময় বনি কোরাইজার মত গোষ্ঠিরা। এরাই সর্বকালের সব মানুষের সমস্যা। কিন্তু অভিজিত বাবুসহ কয়েকজনের কাছে ইসলাম, মুসলমান ও আস্তিকতা হলো মূল সমস্যা। অর্থ্যাৎ ইতিহাস পর্যাবেক্ষনের দৃষ্টিভঙ্গির পার্থক্য। বিগত ২৭শে জুন ২০০৪ এ যুগান্তর পত্রিকায় প্রকাশিত ”একটি আন্তর্জাতিক মিথ্যাচারের কাহিনী” শীর্ষক প্রবন্ধে দ্বিতীয় বিশ্ব যুদ্ধ পর্যবেক্ষনের যে দৃষ্টিভঙ্গি শ্রী নির্মল সেন বর্ণনা করেছেন তার সাথে কি রায় বাবু ঐক্যমত পোষণ করেণ?

জীব বিজ্ঞানের সংজ্ঞা অনুযায়ী মানুষ বিচারবুদ্ধিসম্পন্ন জন্তু। কিন্তু এই বিচারবুদ্ধি প্রয়োগ করতে অনেকেই ভুল করি। আবার সমাজ বিজ্ঞানীদের সংজ্ঞা অনুযায়ী মানুষ সামাজিক প্রানী। সমাজ ছাড়া মানুষ পশু তুল্য। সমাজে বসবাস করতে হলে সমাজের রীতিনীতি ও মূল্যবোধ পালন করে চলাটাই সভ্য মানুষের লক্ষণ। তবে সব সমাজের রীতিনীতি ও মূল্যবোধ এক নয়। যেমন আনন্দ উৎসব ঘোষণার জন্য ধর্ম নির্বিশেষে আরব সমাজে সকলেই উলু দিয়ে থাকেন। কিন্তু বাঙ্গালী মুসলমানেরা উলু দেয়াকে হিন্দু ধর্মীয় আচার আচরণ হিসাবে দেখে থাকেন এবং উলু দেয়া থেকে বিরত থাকেন। অনুরূপ ভাবে বাঙ্গালী মুসলমানেরা মিল্লাত পড়ান এবং কবর জিয়ারত করেণ, কবরে আগড় বাতি দেন ও প্রদীপ জ্বালান, যা আরব মুসলমানদের কাছে ইসলাম বহির্ভূত কাজ। একই ভাবে ইউরোপ ও উত্তর আমেরিকার সামাজিক মূল্যবোধও এক নয়, যদিও উভয়ই একই জাতীসত্ত্বা ও ধর্মীয় বিশ্বাস ভুক্ত মানুষ। যেমন সমকামি বিবাহ উত্তর আমেরিকার সমাজে গ্রহনযোগ্য, কিন্তু ইউরোপের সমাজে এখনো ঘৃনিত। ইউরোপ ও উত্তর আমেরিকার লোকেরা কুকুর পোষেণ এবং নর ও নারী চুম্বনের মাধ্যমে একে অপরকে সম্ভাষণ করেণ এবং বিবাহ ছাড়া যে কোন মার সন্তান গ্রহন স্বীকৃত, যা এশিয়ার সকল সমাজে অনুপস্থিত এবং ঘৃণিত কাজ হিসাবে স্বীকৃত। অনুরূপ ভাবে এশিয়ার প্রায় সকল সমাজে মানুষের ধর্মানুভূতিতে আঘাত দেয়া গর্হিত কাজ। তাই যে সমাজে যে কাজগুলি ঘৃণিত বা গর্হিত তা শিক্ষিত ও ভদ্রলোকেরা পরিহার করে থাকেন। বিভিন্ন সমাজের এই বিরূপতার কারণ জানতে হলে নরবিজ্ঞান ও সমাজ বিজ্ঞানের উপর পড়াশুনা প্রয়োজন, যা থেকে ইয়ং জেনারেশনের বহু বন্ধু বঞ্চিত। কোন এক আচরণ এক সমাজের কাছে যা ন্যায় বা ভাল, ঐ একই আচরনেই অন্য সমাজে অন্যায় বা মন্দ। এর থেকে প্রমানিত হয় ন্যায় অন্যায় বা ভাল মন্দ আপেক্ষিক ও অবিচ্ছেদ্য। অনুরূপ ভাবে চুম্বকের দুই মেরু (মেরুর একক অবস্থান সম্ভব নয়), নর ও নারী (নর + নারী = মানুষ) বা আস্তিক ও নাস্তিক (আস্তিক + নাস্তিক = বিশ্বাস) সহ বিশ্ব জগতের সকল কিছুই আপেক্ষিক ও অবিচ্ছেদ্য ।

মানুষকে জানতে হ'লে নর, নারী বা মানুষ শব্দের উৎপত্তি বিবেচ্য বিষয় হওয়া উচিত নয়, বিবেচ্য বিষয় নর-নারী ও মানুষের বৈশিষ্ট। অনুরূপ ভাবে আস্তিক-নাস্তিক বা বিশ্বাস কি বস্তু তা বুঝতে হলে, ঐ শব্দগুলির উৎপত্তি বিবেচ্য নয়, আস্তিক, নাস্তিক বা বিশ্বাসের বৈশিষ্ট বিবেচনায় নিতে হবে। বিশ্বাস মস্তিষ্কের ক্রিয়ার ফল। বিশ্বাসের আর এক নাম চিন্তা-চেতনা, যা মস্তিষ্কের ক্রিয়ার ফসল। বাচার তাগিদে প্রকৃতির সাথে সংগ্রামরত মানুষের বংশ পরাম্পরার প্রচেষ্টায় অর্জিত সাফল্যের কৃতিত্বের রূপরেখা মানসপটে অঙ্কিত প্রতিমূর্তির নাম ঈশ্বর, যা মস্তিষ্কের ক্রিয়ার ফসল। কারণ কৃতিত্বের ব্যাখা ঐ সময় মানুষের অজানা ছিল। আবার ব্যাখ্যা জানা মাত্র মানসপটে অঙ্কিত বিদ্যমান প্রতিমূর্তি অপসারণে সে সচেষ্ট, যার নতুন নাম নাস্তিকতা। কিন্তু নতুন অজানা উপস্থিত হওয়ায় মানসপটে প্রতিমূর্তি পুণস্থাপিত হয়। অর্থ্যাৎ আস্তিক নাস্তিক চক্রাকারে আবর্তিত হয়। বস্তুর অন্তপ্রকৃতি হলো বৈরিত্য, যা বস্তুকে গতিশীল করে। মস্তিষ্ক হলো বস্তু। তাই বস্তুর বৈরত্য তার ক্রিয়ায় প্রতিফলিত হয়। তাই আস্তিক ও নাস্তিক অবিচ্ছেদ্য ও বিপরীত ধর্মী বিশ্বাস।

দর্শন শাস্ত্রের দুহিতা পদার্থবিদ্যা। দর্শন দুই ভাগে বিভক্ত, যথাঃ- ভাববাদ ও বস্তুবাদ। আস্তিক বা নাস্তিক অর্থ্যাৎ বিশ্বাস, যা মস্তিষ্কের ক্রিয়ার ফসল, যার আর এক নাম মন ও চেতনা ভাববাদ দর্শন ভুক্ত বিষয়। প্রকৃতি বিজ্ঞান ও সমাজ বিজ্ঞান বস্তুবাদ দর্শন শাস্ত্র ভুক্ত বিষয়। পদার্থবিদ্যা প্রকৃতি বিজ্ঞানের অংশ। কারণ ছাড়া যে সকল ঘটনা ঘটে তা ভাববাদ দর্শনে অন্তর্ভূক্ত হয়। যুক্তিহীন বা কারণ বিহীন ঘটনা বস্তুবাদ ও পদার্থবিদ্যার বিষয় বস্তু নয়। তবে কোন কোন সময় কোন কোন ঘটনার কারণ সাময়িক জ্ঞানের অভাব হেতু মানুষ ব্যাখ্যা করতে অপরাগ হতে পারে, তার অর্থ এই নয় যে উক্ত ঘটনার কোন কারণ নাই। বিভিন্ন বস্তুর বিভিন্ন স্বভাব। বস্তু তার নিজ স্বভাব অনুযায়ী আচরণ করে। তাই স্বভাব হলো বস্তুর আচরণের কারণ।

স্থিতিহীন পরমানুকেন্দ্রের ক্ষয়প্রাপ্ত প্রক্রিয়ায় ***(Radioactivity)*** চার্জ বিহীন নিউট্রন প্রোট্রনে রূপান্তর প্রক্রিয়ায় হাই স্পীড ইলোক্ট্রন বিকিরণ আরম্ভ করে যার নাম বিটা পার্টিকেল, হিলিয়াম গ্যাস নির্গতকে বলে আলফা বিকিরণ এবং ক্ষয় প্রক্রিয়ার এক পর্যায় থেকে অন্য পর্যায় উত্তরণের মধ্যবর্তী সময় অতি শক্তি প্রোটন বিকিরণের নাম গামা বিকিরণ। এগুলি হলো পরমানুর বৈশিষ্ট বা স্বভাব। আলোচ্য স্বভাবের কারণে পরমানু বর্ণিত আচরণ করে। এখন প্রশ্ন হতে পারে বস্তু কি কারণে সংশ্লিষ্ট বৈশিষ্ট বা স্বভাব অর্জন করে? বস্তুর কোন কোন বৈশিষ্ট বর্তমান জ্ঞান দ্বারা ব্যাখ্যা করা সম্ভব, আবার কোনটা বর্তমান জ্ঞান দ্বারা ব্যাখ্যা সম্ভব নয়। কিন্তু ভবিষ্যতের জ্ঞান দ্বারা বস্তুর ঐ বৈশিষ্ট ব্যাখ্যা করা সম্ভব হবে। অর্থ্যাৎ মানুষের জ্ঞান সময়ের সাথে সম্পৃক্ত। অতএব কারণ ছাড়া ঘটনা ঘটে বক্তব্যটি বস্তুবাদী দর্শন ও বিজ্ঞান পরিপন্থী। সময়ের প্রেক্ষাপটে মানুষ যা ব্যাখ্যা করতে পারে না তার নাম ঈশ্বর। অর্থ্যাৎ যা সময়ের প্রেক্ষাপটে ব্যাখ্যা করা যায় না, তা আল্লাহ করে থাকেন। মানুষ কর্তৃক আগুন আবিষ্কারের মধ্য দিয়া বিজ্ঞানের অগ্রযাত্রা শুরু এবং বর্তমানে কোয়ান্টাম থিউরী উদ্ভাবনে উপনীত। বিজ্ঞান ঈশ্বর সন্ধান করে না, বস্তুর গতি প্রকৃতির কারণ উদ্ভাবন করে। বস্তুর গতি প্রকৃতি উদ্ভাবন বিশ্বাসী মানুষের অবদান।

আর্থিক সমস্যায় জর্জরিত সাধারণ মানুষ বিশ্বাসের জটিল প্রক্রিয়ায় নাক গলাতে চায় না, তাছাড়া ধর্মীয় বিশ্বাস তার দৈনন্দিন সমস্যার সমাধান দিতে পারে না। আস্তিকতা বা নাস্তিকতা যেহেতু মানুষের সমস্যার সমাধান দিতে পারে না, সেহেতু বংশ পরাম্পরায় পরিপালিত, পরিবর্তীত, পরিশুদ্ধিত ও সংশোধিত বিশ্বাসকে বর্তমান কালের মানুষ নিজ বুদ্ধি বিবেচনায় পরিমার্জিত করে গ্রহন করে থাকেন। তার এই বিশ্বাসের মধ্যে অন্য ধরণের বিশ্বাসের প্রতি ঘৃণা বা রাগ অনুপস্থিত। তাই বর্তমান কালের মানুষ ধর্ম নিরপেক্ষ। এই কথাটাই জওহের

সাহেব তার লেখায় বলতে চেয়েছেন। জওহের সাহেব নাস্তিকতার কোন নুতন সংজ্ঞাও দেননি। আন্তর্জাতিক ভাবে স্বীকৃত দর্শন শাস্ত্রের সংজ্ঞাই তিনি দিয়েছেন। পন্ডিত ব্যক্তিরা সংজ্ঞা দেন, আমরা সাধারণ মানুষেরা তা অনুসরণ করি।

মানুষের সমস্যা নিয়ে নয়, ধর্ম নিয়ে আলোচনায় শ্রী অভিজিত রায় বেশি উৎসাহিত এবং মনে করেণ নিরপেক্ষ পাঠকেরা ঐ আলোচনায় উপকৃত হবেন। গ্রাম বাংলায় এই কথাটি চালু আছে ”স্থান, কাল ও পাত্র ভেদে কথা বল”। বক্তব্যটি বস্তুবাদী দর্শনের একটি সূত্র। ভারত উপমহাদেশের মানুষ সভ্যতার যে স্তরে অবস্থান করছে, সে সমাজে ধর্মীয় কুৎসা প্রচার ও নাস্তিকতা সমাদৃত নয়। তাই গ্রাম বাংলার কথার প্রেক্ষাপটে বলা যেতে পারে ধর্মীয় কুৎসা প্রচার ও নাস্তিকতার উপর আলোচনা পরিহার করা বুদ্ধিমানের কাজ। বেইমান ছাড়া মানুষ পিতা-মাতা সহ পূর্ব পুরুষ, জাতি, ধর্ম ও জন্মভূমির ব্যাপারে কুৎসা সহ্য করে না বা নিরপেক্ষ হয় না। তাই ধর্ম ও প্রথার বিরুদ্ধে অথবা দেশ প্রেম বিবর্জিত আলোচনা বা কথাবার্তা মানুষ পছন্দ করে না। তাই দেশ, জাতি, দেশের বুদ্ধিজীবি, প্রথা বা ধর্মের বিরুদ্ধে বার বার কটাক্ষে মানুষের ধর্য্যচ্যুত হয়ে বিরক্তবোধ করে ফলে কটাক্ষকারীকে কুৎসিত গালাগালি করে। কুৎসিত গালাগালি ধর্য্যচ্যুতির ঘটানের প্রতিদান।

শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেনীর একটি অংশ ইন্টারনেটের পাঠক। তারা সকলেই কম বেশী লেখাপড়া করেণ এবং দুনিয়ার খোঁজ খবর রাখেন। এরা সকলেই তাদের নিজস্ব নির্দিষ্ট দৃষ্টিকোন থেকে ঘটমান বিষয়গুলি পর্যবেক্ষণ এবং বিবেচনা অনুযায়ী নিজ স্বার্থের প্রেক্ষাপটে বিষয়গুলির ব্যাপারে সিদ্ধান্ত গ্রহন করে থাকেন। নিজ জ্ঞান ও স্বার্থের প্রেক্ষাপটে সমাজ এবং ইতিহাসের ঘটনা পর্যবেক্ষণ করার সাধারনত তিন ধরণের দৃষ্টিকোন বিদ্যমানঃ-

(১)অধিকাংশ মানুষ শোষিত। ধর্ম প্রচীন কালের বিশ্বাস বংশ পরপম্পরায় প্রাপ্ত শোষিতদেরকে শোষণ করে না। তাই শোষিত মানুষেরা ধর্ম নিরপেক্ষ। এরা সমাজকে দেখেন শোষিতের দৃষ্টিকোন থেকে। (২) কিছু আস্তিক ও নাস্তিক মৌলবাদী সব বিষয়ের মধ্যে ধর্মীয় বিদ্বেষ খুঁজে পান, সমাজের অর্থনৈতিক শোষন এদের দৃষ্টি গোচর হয় না। এরা শোষিতের ঐক্য বিনষ্টকারীর সহায়ক ভূমিকা পালন করেণ। (৩) মধ্যবিত্তের স্বার্থান্বেষীরা সমাজের ঘটনা সমূহ পর্যবেক্ষণ করেণ আন্তর্জাতিক এবং দেশীয় প্রতিক্রিয়াশীল গোষ্ঠির রঙ্গিন চশমা দিয়ে।

ইসলাম, মুসলমান ও প্রগতিশীলদের বিরুদ্ধে কুৎসা প্রচার ও গালাগালি দেয়ার জন্য কয়েকজন স্বার্থান্বেষী মানুষ নিজ নাম ছাড়াও দলের সদস্য সংখ্যা বৃদ্ধি কল্পে ছদ্মনামের আশ্রয় নেন। এরা যুক্তিহীন নাস্তিক দাবীদার। শ্রী অভিজিত রায়ের উঠাবসা এই লোকদের সাথে। ব্যক্তিগত ভাবে রায় বাবু ভিন্ন নাম গ্রহন না করলেও একই পালকের পাখি বিধায় তার উপর পাঠকদের সন্দেহ হওয়াটা স্বাভাবিক।

ধর্ম নিরপেক্ষ লোকেরা সাধারণ মানুষের বিশ্বাস ও ধর্মানুভূতিকে সম্মান ও শ্রদ্ধা করেণ বিধায় তারা মানুষের বন্ধু। বিশ্বাস বা ধর্মের বিরুদ্ধে কুৎসা বা নাস্তিকতা প্রচার ধর্মীয় মৌলবাদী ও কায়েমি স্বার্থবাদীদের অপপ্রচারের সহায়ক কার্য্যক্রম। কারণ বাঙ্গালী সমাজ ধর্মের বিরুদ্ধে কুৎসা ও নাস্তিকতা প্রচার গ্রহনে এখনো প্রস্তুত নয়। সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক মুক্তি প্রত্যাশী মেহনতি মানুষকে নাস্তিকতা মুক্তি দিতে অপরাগ বিধায় নাস্তিকতার উপর আলোচনা মানুষের কাম্য নয়। ধর্মের রাজনৈতিক ব্যবহার এবং আন্তর্জাতিক ও দেশীয় কায়েমি শোষণ প্রতিহত করা সম্ভব হলে মুক্ত চিন্তার পথ স্বাভাবিক ভাবে উন্মুক্ত হয়। এই বিষয়টির উপর

সাধারণ পাঠক আলোচনায় আগ্রহী। আমার বক্তব্যের কথা প্রতিধ্বনিত হয় ফ্যারেনহাইট ৯/১১ ছবি এবং ডঃ এ, কে, আব্দুল মোমেন কর্তৃক লিখিত ”আধুনিক কালের সন্ত্রাসী এবং মার্কিন পররাষ্ট্র নীতি” শীর্ষক লেখায়।

সেতারা হাশেম ০৭/০২/০৪